দৈনিক ইনকিলাব

MAY 09 2002

শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে মসজিদের ভূমিকা

সায়ফুল হক সিরাজী

মহানবী (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ। সমাজ ও বিচার ব্যবস্থার ন্যায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা এবং পরিচালনা হত মসজিদ থেকে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সোনালী অতীতে মসজিদের সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কোমলমতি শিশুদের প্রাক প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশে শিশু শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। সরকারী সামান্য তহবিল নিয়ে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বর্তমান তৃতীয় পর্যায় অতিক্রম করার পথে। ১৯৯২ সালের মে মাসে এ প্রকল্প শুরু হয়। জুন '৯৫ সালে এর প্রথম পর্যায়ে ৯৪৫৯০ জন শিশু মসজিদভিত্তিক দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ পায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ইতোমধ্যে দু'টি পর্যায় অতিক্রম করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসিত প্রকল্প। জুন '৯৫ সালে এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হয়। ধর্মমন্ত্রণালয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, আইএমডি ও বিভিন্ন মহলের সুপারিশ, প্রকল্পটির গ্রহণ যোগ্যতা ও প্রশংসার প্রেক্ষিতে ২য় পর্যায়ে শুরু এবং সাফল্যজনকভাবে শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ৩য় মেয়াদ শুরু হয়। বর্তমান সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বর্তমান মহাপরিচালকের বিশেষ প্রচেষ্টায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। শিশু শিক্ষায় ধর্মীয় ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে দেশের প্রতিটি মসজিদকে কাজে লাগিয়ে সামাজিকভাবে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করার এ প্রকল্প ইতোমধ্যে দেশের শিশু শিক্ষা বিস্তারেও বেশ অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৫টি জেলার ৮ হাজার ৬৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাঠদান প্রক্রিয়া ও পাঠ্য বইসহ সমগ্র আয়োজনে প্রচলিত শিশু শিক্ষাকে ইসলামীকরণ করার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের ধর্মীয় আদর্শে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের শেষ মাগাদ ১২ হাজার মসজিদ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের আওতায় উন্নীত হতে চলেছে। মসজিদ পার্শ্ববর্তী পাড়া, গ্রাম বা মহল্লার মেধাবী, অভাবী কোমলমতি শিশুরা এ প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে শিক্ষার সন্ধান পাচ্ছে, অপরদিকে মুসলিম হিসেবে নিজেদের মূল পরিচয় ও অতীত ঐতিহ্যের কথা জানতে পারছে। ছোট্ট ছোট্ট প্রতিটি শিশু মসজিদের ঐতিহ্যে মসজিদের পবিত্রতা জানার পাশাপাশি, নামাজ, রোজাসহ ধর্মীয় রীতিনীতিতে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে, অভিভাবকগণ বিনা খরচে বাচ্চাদের নৈতিক শিক্ষা দেয়ার এ সুযোগকে যথোপযুক্ত হিসেবে গ্রহণ করে চলেছে। গ্রামের আর্থিক অনটনের শিকার ইমাম সাহেব কিংবা সৎ ও নীতিবান ইসলামী ব্যক্তিত্ব ধর্মীয় শিক্ষায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সামান্য হলেও কিছু আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। মক্তব ও মসজিদকে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে পরিচিত করতেও মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। প্রতিটি মসজিদভিত্তিক ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান শেষে প্রকল্পের টার্গেট অনুযায়ী শিশুদের শিক্ষাক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রাইমারী পর্যন্ত তাদের ভর্তি নিশ্চিত করে প্রকল্প জাতীয়ভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে ও মসজিদের ভূমিকাকে স্বচ্ছ করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বীনি শিক্ষার প্রচলন করার ক্ষেত্রে মসজিদকে কেন্দ্রবিন্দু বানানোর ক্ষেত্রে প্রকল্প শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রচলিত অবকাঠামোগত ব্যয় থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে। প্রকল্প পরিচালনায় ন্যূনতম মোট ব্যয় মসজিদভিত্তিক অন্যান্য কার্যক্রমের গুরুত্বকেও তীব্র করে তুলছে ক্রমশ। মসজিদভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতার জন্য একটি মাইলফলক বলা চলে। স্বাস্থ্য শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, পরিবার প্রথা, নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা এবং অপরদিকে অসামাজিক ও অনৈতিক এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এ সম্ভাবনা অমূলক নয়। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন ইসলামী তাহজিব তমদ্দুনকে বিস্তৃত করার মহাপরিকল্পনা চলছে, ঠিক সে মুহূর্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দ্বীনি শিক্ষার এ আয়োজন তৌহিদী জনতার জন্য আশার আলো। দেশের অনেক বেসরকারী সাহায্য সংস্থা যখন শিশু শিক্ষার নামে কোমলমতি শিশুদের অমুসলিমদের আদলে গড়ে তোলার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ব্যস্ত, তখন সামান্য অর্থ ব্যয় করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন শিশু শিক্ষায় ধর্মীয় আদর্শ অন্তর্ভুক্ত করে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে তা প্রশংসাযোগ্য। আরো ব্যাপক ও সংস্কারমূলক ও যুগোপযোগী উপায়ে যদি এ প্রকল্পটিকে দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে কাজে লাগানো সম্ভব হয়, তাহলে শিশু শিক্ষার হার একদিকে শূন্যতে নেমে আসবে, অপরদিকে কোমলমতি শিশুরা মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হতে শিকবে। নৈতিকথা সম্পৃক্ত হয়ে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পাওয়ার কারণে সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে জাতিকে সুন্দর আগামী উপহার দিতে সক্ষম হবে।